উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের
সম্পাদক
এস, এ, কি, এম, বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ
সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন আজাদ
প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তাবেকুল মোমেন চৌধুরী
মনিরুল ইসলাম শরীফ
সম্পাদনা সহযোগী
• শেখ এ, সাহিদ • শা, সা, • এহসানুল ইসলাম
• বাদল হক • আবদুল হক • আসিফ মাহমুদ
• এইচ এস ফিরোজ • সজিব • ফারুক আহমদ
• সমর মিত্র • মাসুদুর রহমান • জহির হোসেন
• নীনা ইনাম • রেহানা আখতার
• এ মল্লিক রাজ • জহিরুল করিম
বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল - আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেলিন - আমেরিকা
ডঃ এস, মাহমুদ - বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী - অষ্ট্রেলিয়া
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান - পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ - জাপান
আবুল কাশেম মিয়া - জাপান
এস, বানার্জী - ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক - ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুজ্জোহা - সিংগাপুর
এম, এম, জামাল - সুইডেন
ইমরুল কায়েস - ফ্রান্স
মোঃ হাফিজুর রহমান - ইতালী
নাছির উদ্দিন পারভেজ - মধ্যপ্রাচ্য
শিল্প নির্দেশনা ঃ আহসান হাবীব
প্রচ্ছদ ঃ সিস্টেম
ক্যামেরা ঃ ইয়াসীন বাবুল
কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
মুদ্রণে ঃ ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০ - ৫১ পেয়ারা বাজার, ঢাকা।
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
• নাজনীন সামাদ
• সালমা ফেরদৌস রীথি
উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক ঃ
মোস্তফা আনোয়ার স্বপন

প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৫০৬৫৯৫, ৮৬৬৭৪৬ ফ্যাক্স ঃ ০২-৮৬৬৭৪৬

দাম প্রতি কপি পনের টাকা

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
জুলাই ১৯৯৩

অচিরেই জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হবে

জাতীয় সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবে বিরোধী দলীয় সাংসদ মীর্জা আজম যখন অপরিমেয় সম্ভাবনার আধার কমপিউটার শিল্পের বিকাশ ও প্রসারের দাবী তোলেন, তথ্যের উপস্থাপন ঘটিয়ে বুঝিয়ে দেন ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার শিল্প গড়ে তুললে এদেশের মেধাবী তরুণদের শুধুমাত্র কর্মসংস্থানই হবে না, প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও আয় করা সম্ভব হবে তখন সংসদে উপস্থিত সম্মানিত সাংসদ, পর্যবেক্ষক, সাংবাদিক ও অতিথিমণ্ডলী গার্মেন্টস শিল্পের চেয়েও শক্তিশালী আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির এই শিল্পের প্রয়োজনীয়তা নতুন করে উপলব্ধি করেন এবং আশান্বিত হয়ে উঠেন ভবিষ্যতের সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে।

কিন্তু তাদের আশা পল্লবিত হওয়ার আগেই বিস্ময়ে চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর জবাব শুনে। এ যেন, আমি বলছি কি আর আমার সারিন্দা বাজায় কি এর মত অবস্থা।

বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার জ্ঞানী মানুষ। মীর্জা আজমের বক্তব্য যা অন্যেরা বুঝেছে তা তিনি বুঝেননি তা তো হবার নয়। সেক্ষেত্রে মনে প্রশ্ন জাগে বাজারে চালু কথাটিইকি সত্যি? কমপিউটারের ব্যাপারে তিনি নাকি নিলিপ্ত এবং প্রায়শঃই বলে থাকেন, 'ছেলেমেয়েদের কমপিউটার শিখিয়ে মেধা নষ্ট করার দরকার কি?' আবার উনাদেরই ছেলেমেয়েরা কমপিউটার ট্রেনিং নিচ্ছে সেকথা আমরা জানি। ফটার পর ফটা অপেক্ষা করতে হয়। শোনা যায় তদ্বিরমনস্ক মন্ত্রী তার দৈনন্দিন কাজের জন্যে একটি ছোট্ট ডায়রী ব্যবহার করেন যেটিকে অনেকে 'কমপিউটার' বলে সম্বোধন করে থাকেন।

প্রথম শোনায় বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। শিল্পায়নে সমৃদ্ধি এনে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত করার প্রত্যয়ের বাণী শুনিয়ে অহরাত্র পরিশ্রমের আহ্বান জানাচ্ছে যারা তাদের মাঝে এমন দৃষ্টক্ষত থাকবে তা ভাবাও যায় না। কিন্তু সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশ–এ সবই সম্ভব। নতুবা অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান কেন এবারও তার বাজেটে কমপিউটার শিল্পের বিকাশের জন্যে কোন দিক নির্দেশনা দেননি। তিনি কি করলেন, কর্মসংস্থানের বিরাট সম্ভাবনার দিগন্তে অভিসারী না হয়ে ইউপিএস, রিবন ও ডিস্কেটের পাইকারী ও খুচরো বিপণনে দৃষ্টি আবদ্ধ করলেন। টেবিল চাপড়িয়ে সব 'পাস' করে দেয়া হলো। এক বছরের জন্যে যেন নিশ্চিত হওয়া গেল।

কিন্তু না, এ অবস্থা আর চলতে পারে না। সর্বোতোমুখী প্রতিবাদের মাধ্যমে সরকারের এই দায়িত্বহীন মনোভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। বুঝেও না বোঝার ভান করে যারা তাদের ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে।

সরকারকে বুঝতে হবে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ঘোষণাই যথেষ্ট নয়। ব্যয়িত অর্থের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারই প্রধান কথা। এজন্যে সরকারের নীতি হতে হবে সময়োচিত ও উদার।

বর্তমান যুগকে বলা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির যুগ এবং সময়টা জ্ঞান চর্চার। এ যুগের মূল চালিকা শক্তি কমপিউটার। এটি এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। এই সত্যের উপলব্ধি থেকে আমরা, **কমপিউটার জগৎ** ১৯৯১ সালের মে মাসে পথ চলার শুরু থেকে নিরলসভাবে কাজ করেছি। জনগণ এবং সরকারের ভেতর ও বাইরে। সচেতন করে তুলতে চেয়েছি সকলকে। পরামর্শ দিয়েছি সরকারও বিরোধী দলকে। পথ বাতলিয়েছি বেকারত্ব দূরীকরণের এবং পথ দেখিয়েছি অভাবনীয় অর্থ আয়ের। কিন্তু দুঃখিত মনে লক্ষ্য করা গেছে জনগণ যতটুকু সাড়া দিয়েছে তার কিঞ্চিৎ ভাগও সাড়া পাওয়া যায়নি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো থেকে।

দশ কোটি মানুষের ৩০০ জন প্রতিনিধির সামনে আমাদের মত করে প্রথম দাবী তোলেন মীর্জা আজম। ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে শিক্ষা পরবর্তী চাকরির ক্ষেত্র সৃষ্টির অভাবনীয় সুযোগের খুঁটিনাটি দিকগুলো তুলে ধরেন আমাদের কথারই প্রতিধ্বনি তোলেন তিনি। বিজ্ঞ সাংসদের বুঝিয়ে দেন রয়েল বেঙ্গল টাইগারে মত থাবা মেরে ডলার পাউণ্ডে অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা সম্ভব সামান্য চেষ্টাতেই। জবাবে শিক্ষামন্ত্রী শুনিয়ে দেন, ছাগলের খোয়ারে ছাগল কেমন আছে সে কথা। ছাগল ভাল আছে জেনে সবাই আত্মতৃপ্তি পাবে তাই যেন তার কাম্য।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের বয়স ২২ বছর বেড়েছে কিন্তু পরিবর্তন হয়নি রাষ্ট্রীয়নীতির। এখনো আমরা বিদেশী অর্থদাতাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে তাদের মতো করে চিন্তা করি, বলি এবং লিখি। এখন সময় হয়েছে বিদেশ নির্ভরতা ঝেড়ে ফেলে জনকল্যাণমুখি কর্মে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। জনগণের উপেক্ষার রাজনীতির গোড়া উপড়ে ফেলতে হবে। জনগণের চাহিদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে জনপ্রতিনিধিদের। নিজস্ব মেধা ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘটিয়ে চলমান বিশ্বের পরিবর্তনগুলোকে নিজেদের অনুকূলে কাজে লাগাতে হবে। এটি করতে হবে বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্মের কাজের জন্যে। ভবিষ্যত প্রজন্মের সমৃদ্ধি এবং বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশীদের আত্মমর্যাদা সম্পন্ন দেশ ও জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে।

আমরা আশা করবো সরকার দলীয় স্বার্থের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে দেশ ও জাতির স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন। নতুবা দেশটির অর্থনৈতিক উন্নতির এই সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করার জন্যে অচিরেই সচেতন জনগণের নিকট যে জবাবদিহি করতে হবে তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

লেখক সম্পাদক ঃ রেজাউল করিম • আবদুল হালিম • গোলাম নবী জুয়েল • মোঃ হাসান শহীদ